কালের কণ্ঠ

তারিখ 23 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম

নতুন কলেজ জাতীয়করণ

শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করতে হবে

দেশের আরো ৬৪টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। গত জুন মাসে ১৯৯টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের অনুমতি দেন প্রধানমন্ত্রী। তালিকভুক্ত এসব কলেজে সব ধরনের নিয়োগ বন্ধ ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। দেশের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির চাপ কমাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি কলেজ নেই এমন উপজেলায় একটি করে কলেজ জাতীয়করণে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এসব কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা এখন সরকারি কর্মচারী হিসেবে জাতীয় বেতন কাঠামোর আওতায় আসবেন। একই সঙ্গে শিক্ষার ব্যয় কমবে। প্রতিষ্ঠানগুলো মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পাবে।

যেকোনো দেশের উন্নয়নের মূল শর্ত হচ্ছে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। এ সরকারের আমলে দেশে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কলেজ শিক্ষা খাতে সংস্কার সাধিত হয়েছে। উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগও নিয়েছে সরকার। বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি উন্নয়নসহ সরকারি ও বেসরকারি কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিতে শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের নেওয়া উদ্যোগগুলো ইতিবাচক। মানসম্মত শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। সরকারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগের ফলে দেশে পাসের হার বেড়েছে। কমেছে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা। কিন্তু শিক্ষার মান নিয়ে কিছু প্রশ্ন এখনো রয়ে গেছে। মানসম্মত শিক্ষা নির্ভর করে উপযুক্ত শিক্ষকের ওপর। মানসম্মত শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষায় উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে। মানতে হবে, আমাদের দেশে মানসম্মত শিক্ষকের অভাব আছে। এ জন্য শিক্ষকদের মানসম্মত করে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। জাতীয়করণ হচ্ছে, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সরকারি কলেজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। জাতীয়করণ মানে শুধু সরকারি তহবিল থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নয়, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়নের দায়িত্বও সমানভাবে সবার ওপর বর্তায়। শিক্ষা মানসম্মত না হলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। ভিত্তি দুর্বল হলে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। কাজেই জাতীয়করণ হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান নিয়ে ভাবতে হবে। সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরও উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষার মান।